ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

কার্যকর নির্বাচন কমিশন: অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের লক্ষ্যে অবাধ, নিরপেক্ষ ও সকলের অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সম্পন্ন করা অপরিহার্য, যেখানে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ
- নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব (অনুচ্ছেদ ১১৯)
    - ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা
    - প্রেসিডেন্ট, সংসদীয় ও অন্যান্য নির্বাচন পরিচালনা করা
    - সংসদ নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সংসদীয় এলাকা নির্ধারণ করা
- অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনের সামর্থ্য ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে টিআইবি'র গবেষণা (২০০৬); পরবর্তীতে নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ (২০০৯), রাজনৈতিক অর্থায়নে স্বচ্ছতা (২০০৯), জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়নে তৃণমূলের অংশগ্রহণ (২০১০) নিয়ে গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ
- নির্বাচন কমিশনের ওপর গবেষণা প্রকাশের পরবর্তী সময়ে উল্লেখযোগ্য নির্বাচনী ও প্রাতিষ্ঠানিক আইনি সংস্কার
- গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন প্রক্রিয়ার ওপর টিআইবি'র ধারাবাহিক গবেষণার অংশ হিসেবে বর্তমান গবেষণার উদ্যোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

গবেষণার উদ্দেশ্য

প্রধান উদ্দেশ্য

কার্যকর নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠায় অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা ও এসব চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের উপায় চিহ্নিত করা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী ও প্রাতিষ্ঠানিক আইনের পর্যালোচনা করা
- নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা
- নির্বাচন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বিশ্লেষণ করা
- নির্বাচন কমিশনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা পর্যালোচনা করা
- নির্বাচন কমিশনের ভবিষ্যৎ করণীয় সুপারিশ করা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

গবেষণা পদ্ধতি

- প্রাথমিক ও পরোক্ষ তথ্যের বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত
- গুণগত গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ
  - মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার - সাবেক প্রধান ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশনের ঢাকা ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ, বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধি, বিভিন্ন নির্বাচনের প্রার্থী ও তাদের প্রতিনিধি, নির্বাচন পর্যবেক্ষক, সংবাদ-মাধ্যম কর্মী এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডার
  - দলীয় আলোচনা - মাঠ পর্যায়ের নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ের কর্মকর্তা
  - প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ - চারটি সিটি করপোরেশন নির্বাচন ও একটি পৌরসভা মেয়র নির্বাচন
  - পরোক্ষ তথ্য পর্যালোচনা - সংবিধান, নির্বাচন সংক্রান্ত আইন ও বিধি, নির্বাচন কমিশন থেকে প্রাপ্ত নথিপত্র, গবেষণা প্রতিবেদন, প্রবন্ধ, বই, নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন, সংবাদপত্র ও ওয়েবসাইট
- তথ্য সংগ্রহের সময়
  - অক্টোবর ২০১১ - আগস্ট ২০১৩

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

আইনি সংস্কার

- নির্বাচন সংক্রান্ত আইনি সংস্কার
  - নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্যতার আওতা বৃদ্ধি
  - সর্বোচ্চ তিনটি আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ
  - প্রার্থীদের তথ্য (ব্যক্তিগত, আর্থিক, মামলা ও ঋণ সংক্রান্ত) প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা
  - রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা
  - রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন স্তরে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি
  - জাতীয় নির্বাচনের মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় পর্যায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
  - কমিশনকে নির্বাচনী কেন্দ্র পরিবর্তন ও প্রার্থিতা বাতিলের ক্ষমতা দান
  - জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচনী ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমা পুনর্নির্ধারণ
  - আচরণ বিধির মাধ্যমে প্রার্থীদের জন্য সমান ক্ষেত্র (লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড) তৈরি
  - নির্বাচনী আইন ও আচরণ বিধি লঙ্ঘনের জন্য শাস্তির কঠোরতা বৃদ্ধি
  - ‘না’ ভোটের সুযোগ
- প্রাতিষ্ঠানিক আইনের সংস্কার
  - নির্বাচন কমিশন সচিবালয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে নির্বাচন কমিশনের অধীনে নিয়ে আসা
  - নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য নতুন নিয়োগ বিধি (২০০৯) জারি

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

আইনি সীমাবদ্ধতা

প্রাতিষ্ঠানিক

- প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ সংক্রান্ত আইন না থাকা
- নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের অযোগ্যতাজনিত সদস্যপদ বাতিলের ক্ষমতা না থাকা

নির্বাচনী প্রক্রিয়া/ পরিবেশ সংক্রান্ত

- নির্বাচনকালীন ও নির্বাচন-পরবর্তী কতদিন পর্যন্ত এবং কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তা নির্বাচন কমিশনের অধীনে থাকবে তা সুনির্দিষ্ট না থাকা
- জাতীয় নির্বাচনের মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় পর্যায়ের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক না থাকা ("... উক্ত প্যানেল বিবেচনা করে প্রার্থী মনোনয়ন চূড়ান্ত করিবে")
- প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন যাচাই-বাছাই ব্যবস্থার অনুপস্থিতি
- রাজনৈতিক দলের আর্থিক হিসাব প্রকাশ করার ক্ষেত্রে নির্দেশনা না থাকা
- নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘনের শাস্তির ক্ষেত্রে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ও আচরণ বিধির মধ্যে অসামঞ্জস্যতা
- তফসিল ঘোষণার আগে নির্বাচনী প্রচারণা আচরণ বিধির অন্তর্ভুক্ত না থাকা
- সংশোধিত সংবিধানের প্রেক্ষিতে নির্বাচনে সবার জন্য সমান ক্ষেত্র না থাকা - নির্বাচনী আইন ও আচরণ বিধিতে মন্ত্রী-সংসদ সদস্যদের প্রত্যাশিত আচরণ সম্পর্কে উল্লেখ না থাকা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যক্রম

- ## নির্বাচন আয়োজন
  - গত প্রায় পাঁচ বছরে (২০০৮ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত) নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন (৩০০টি আসনে); জাতীয় সংসদের উপ-নির্বাচন (১৬টি আসনে); জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসন (৫০টি আসনে); রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (দুইবার); সিটি করপোরেশন নির্বাচন (১৩টি); পৌরসভা নির্বাচন (২৮৪টি); উপজেলা পরিষদ নির্বাচন (৪৮১টি); ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন (৪,৪৩১টি)
  - সফলভাবে অনুষ্ঠিত; সাধারণভাবে অবাধ ও নিরপেক্ষ হিসেবে স্বীকৃত
  - রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগের মাধ্যমে নিজস্ব জনবল দিয়ে নির্বাচন পরিচালনা

সীমাবদ্ধতা/ চ্যালেঞ্জ

- স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলোর ক্ষেত্রে সরকার ও প্রশাসনের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীলতা
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বেশিরভাগ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলেও দুইটি সিটি করপোরেশন, পৌরসভা ও দ্বিতীয় দফা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে কয়েকটি এলাকায় সহিংস ঘটনা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যক্রম

- ## নির্বাচনী আচরণ বিধি ও তার প্রয়োগ
  - নির্বাচন-ভিত্তিক আচরণ বিধি প্রণয়ন
  - রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীদের বিভিন্নভাবে আচরণ বিধি লঙ্ঘন - নির্বাচনী কাজে সরকারি সার্কিট হাউস ও গাড়ি ব্যবহার, রঙিন বিলবোর্ড ব্যবহার, রাস্তার ওপর জনসভা আয়োজন, নির্ধারিত সংখ্যার চেয়ে বেশি কার্যালয় স্থাপন, তোরণ নির্মাণ, প্রচারণায় ধর্মের ব্যবহার, ভোট কেনার অভিযোগ, মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের দ্বারা সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রার্থীকে দলীয়ভাবে সমর্থন ও অর্থের বিনিময়ে সমর্থন
  - কমিশনের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে কারণ-দর্শানো, জরিমানা ও সতর্কতা নোটিশ

সীমাবদ্ধতা/ চ্যালেঞ্জ

- সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলোতে নির্বাচনী আচরণ বিধি ভঙ্গের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণে নির্বাচন কমিশনের সক্রিয়তার ঘাটতি

নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যক্রম

- ভোটার তালিকা
  - ভোটার তালিকা হালনাগাদ (২০১৩) - প্রায় এক কোটি ১১ লাখ নতুন ভোটার ছবিসহ ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত
  - বর্তমান ভোটার সংখ্যা ৯,২১,২৯,৮৫২ জন (পুরুষ ৪,৬২,০১,৮৭১; নারী ৪,৫৯,২৭,৯৮১)

সীমাবদ্ধতা/ চ্যালেঞ্জ

- ভোটার তালিকা হালনাগাদের কাজে কোনো কোনো এলাকায় অনিয়মের অভিযোগ (যেমন প্রতি বাড়িতে না যাওয়া, হালনাগাদে দীর্ঘসূত্রতা)

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যক্রম

- নির্বাচনী আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ
  - ২০০৮ সালে নবম জাতীয় নির্বাচনের জন্য - ১৩৩টি সংসদীয় আসন গণশুনানির জন্য চিহ্নিত; ৮৪টি আসনের পুনর্বিন্যাস
  - ২০১৩ সালে দশম জাতীয় নির্বাচনের জন্য - ৮৪টি সংসদীয় আসন গণশুনানির জন্য চিহ্নিত; ৫৩টি আসনের পুনর্বিন্যাস

সীমাবদ্ধতা/ চ্যালেঞ্জ

- নির্বাচনী সীমানা পুনর্নির্ধারণে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ
- ভোটার সংখ্যায় বৈষম্য - ২৪টি সংসদীয় আসনের ভোটার সংখ্যা চার লাখের ওপরে, এবং ১৪টি আসনের ভোটার সংখ্যা দুই লাখের নিচে

নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যক্রম

- নির্বাচনী বিরোধ ও নিষ্পত্তি
  - নবম জাতীয় নির্বাচনের পর ১৯টি নির্বাচনী মামলার মধ্যে চারটির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি - তথ্য গোপন করে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত পাঁচ জনের বিরুদ্ধে মামলায় তিনজনের সদস্যপদ বাতিল
  - বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নির্বাচনের পর দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা প্রায় ২,০০০, যার মধ্যে দুইটির নিষ্পত্তি

সীমাবদ্ধতা/ চ্যালেঞ্জ

- নির্বাচনী বিরোধ নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রতা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যক্রম

- প্রার্থী ও দলের হিসাব নিরীক্ষা ও তথ্য প্রকাশ
  - বিভিন্ন নির্বাচনে প্রার্থীদের হলফনামায় প্রদত্ত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ
  - নবম সংসদ নির্বাচনের প্রার্থী ও দলের নির্বাচনী ব্যয়ের ওপর তথ্য প্রকাশ
  - নির্দিষ্ট সময়ে রিটার্ন জমা দেয়নি এমন ১৪৪ জন প্রার্থীর বিরুদ্ধে মামলা (২০০৯ এর ৭ অক্টোবর পর্যন্ত)
  - রাজনৈতিক দলগুলোর বার্ষিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল

সীমাবদ্ধতা/ চ্যালেঞ্জ

- নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যেসব প্রার্থী নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন জমা দেয়নি তাদের সংখ্যা প্রকাশ না করা
- সংশ্লিষ্ট আইনে উল্লেখ না থাকার কারণে রাজনৈতিক দলগুলোর বার্ষিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন কোনো বছরেই প্রকাশ না করা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম

- ## একীভূত কর্মী ব্যবস্থাপনা
  - নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের বিভাজন পরিহার করে উভয় অঙ্গকে একীভূত করা
  - একটি সম্মিলিত জ্যেষ্ঠতা তালিকা প্রণয়নের মাধ্যমে ৬১ জনকে পদোন্নতি দান (মাঠ পর্যায়ের নয়জনসহ)

সীমাবদ্ধতা/ চ্যালেঞ্জ

- জ্যেষ্ঠতার তালিকা নিয়ে বিতর্কের কারণে পদোন্নতি নিয়ে মামলা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম

- ## জনবল নিয়োগ
  - ২০১২ সালের জুন পর্যন্ত প্রথম শ্রেণীর ১৫৪টি, দ্বিতীয় শ্রেণির পাঁচটি, তৃতীয় শ্রেণির ১৫১টি এবং চতুর্থ শ্রেণির ১১৭টি নতুন পদ সৃষ্টি
  - মাঠ পর্যায়ে বিভাগীয় নয়টি পদ এবং জেলা পর্যায়ের ১৯টি পদকে উন্নীতকরণ
  - ২০১২ এর জুন পর্যন্ত প্রথম শ্রেণির ১৭৪ জন ও তৃতীয় শ্রেণির ৪০ জনকে নিয়োগ

সীমাবদ্ধতা/ চ্যালেঞ্জ

- উল্লেখযোগ্যসংখ্যক পদে জনবল নেই - উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তার ৮৫টি পদের নিয়োগের বিপরীতে হাইকোর্টে মামলা থাকায় এসব পদে জনবল এখনো শূন্য

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম

- অবকাঠামোগত উন্নয়ন
  - নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব ভবনের জন্য ঢাকার আগারগাঁও-এ ২.৩৬ একর জমি বরাদ্দ
  - ভোটার তালিকা সংরক্ষণ ও হালনাগাদের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে সার্ভার স্টেশন নির্মাণ - নয়টি আঞ্চলিক, ৫৪টি জেলা ও ৩৮৩টি উপজেলা পর্যায়ে; ৩৭০টির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন

সীমাবদ্ধতা/ চ্যালেঞ্জ

- সার্ভার স্টেশন ভবনের জন্য জমি অধিগ্রহণ/ হস্তান্তর/ বন্দোবস্ত কিংবা ব্যবহারে অনুমতি প্রদানে দীর্ঘসূত্রতা
- মাঠ পর্যায়ে তদন্ত পরিচালনা ও অফিস রক্ষণাবেক্ষণে অপ্রতুল বরাদ্দ

প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম

- নির্বাচনী ও দাপ্তরিক কাজে প্রযুক্তির ব্যবহার
  - স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ব্যবহার
  - ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন, ওয়েব ক্যামেরা, এসএমএস প্রবর্তন
  - মাঠ পর্যায় ও কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ইন্ট্রানেট ব্যবহার
  - বাংলা ওয়েবসাইট চালু

সীমাবদ্ধতা/ চ্যালেঞ্জ

- ওয়েবসাইটে সব তথ্য না থাকা - সাম্প্রতিক নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্য, পুনর্নির্ধারিত নির্বাচনী আসনের ভোটারসংখ্যাসহ তালিকা, নির্বাচনী মামলা, নির্বাচন কমিশন আয়োজিত সংলাপের ফলাফল বা সারাংশ, স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সার্বিক তথ্য, নির্বাচন কমিশন বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর মনিটরিং ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন, নির্বাচন কমিশনের আর্থিক প্রতিবেদন

স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা

- সরকার
  - ইতিবাচক ভূমিকা: আইন প্রণয়ন ও সংশোধন, প্রশাসনিক সহায়তা ইত্যাদির মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা দান
  - নেতিবাচক ভূমিকা: তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষ থেকে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা, আইনি সংস্কারের সুপারিশ আমলে না নেওয়া, নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন না করা, স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রশাসনের সাথে সমন্বয়ের অভাব

- রাজনৈতিক দল
  - ইতিবাচক ভূমিকা: নির্বাচনী সংস্কারের জন্য তিন দফা সংলাপে অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছানো
  - নেতিবাচক ভূমিকা: কমিশনের কার্যক্রমে অসহযোগিতা, একটি প্রধান রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে কমিশনের অধীনে কোনো নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার ঘোষণা, কমিশনের সংলাপে অংশগ্রহণ না করা, কয়েকটি দলের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন/ নির্বাচন কমিশনারদের পদত্যাগ দাবি

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা

- গণমাধ্যম
  - সিটি করপোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদপ্রার্থীদের নিয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠান আয়োজন ও সম্প্রচার
  - নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রমের ওপর নিয়মিত সংবাদ, প্রতিবেদন ও বিশ্লেষণ প্রকাশ
- নাগরিক সমাজ ও বেসরকারি সংস্থা
  - নির্বাচনী সংস্কারের জন্য নাগরিক সমাজের মতামত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ
  - নির্বাচন প্রক্রিয়া ও নির্বাচন পর্যবেক্ষণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় অংশগ্রহণ
- উন্নয়ন সহযোগী
  - নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থ সহায়তায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন
  - কোনো কোনো সময়ে নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

নির্বাচন কমিশনের অগ্রগতি

প্রাতিষ্ঠানিক

- স্বাধীনতা - কমিশনের অধীনে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, আর্থিক স্বাধীনতা
- জনবল ব্যবস্থাপনা সংস্কার - একীভূত কর্মী ব্যবস্থাপনা
- সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি - সর্বোচ্চ সংখ্যক নির্বাচন গ্রহণযোগ্যভাবে আয়োজন; নির্বাচন অনুষ্ঠানে নিজস্ব ও দক্ষ জনবল; আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার
- তথ্য প্রকাশের ধারার সূচনা
- বিভিন্ন সংস্কার প্রক্রিয়ায় সব স্টেকহোল্ডারকে সম্পৃক্ত করা

নির্বাচন সংক্রান্ত

- নির্বাচনী আইন ও প্রক্রিয়া সংস্কার, এবং বাস্তবায়ন
- ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও সীমানা পুনর্নির্ধারণ
- রাজনৈতিক দলের তদারকি কাঠামো প্রবর্তন
- নির্বাচনী সংস্কৃতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন - আচরণ বিধি মেনে চলা; প্রধান রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের নির্বাচনী ফলাফল মেনে নেওয়া

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

নির্বাচন কমিশনের চ্যালেঞ্জ

- দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সবার জন্য সমান ক্ষেত্র নিশ্চিত করা
  - নির্বাচনের সময় নির্ধারণ - সংসদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্ববর্তী না পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে হবে
  - সংসদ বহাল রেখে নির্বাচন - মন্ত্রী-সংসদ সদস্যদের সম্ভাব্য প্রভাব রোধ
  - নির্বাচনী প্রচারণায় মন্ত্রী-সংসদ সদস্যদের বিশেষ সুবিধা দেওয়ার উদ্যোগ
  - সক্ষমতা বৃদ্ধি সত্ত্বেও নির্বাচন পরিচালনায় প্রশাসনের ওপর নির্ভরশীলতা অব্যাহত - দশম সংসদ নির্বাচনে জেলা প্রশাসকদের রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত
  - প্রশাসনে বিতর্কিত রদবদল ও পদোন্নতি - নির্বাচন পরিচালনায় প্রশাসনের ওপর দলীয় প্রভাব
  - আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা
  - নির্বাচনী প্রচারণায় কালোটাকা ও পেশীশক্তির প্রভাব নিয়ন্ত্রণ
  - আচরণ বিধি লঙ্ঘন রোধে দৃঢ় অবস্থান নেওয়া

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

নির্বাচন কমিশনের চ্যালেঞ্জ

- প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর আস্থা বৃদ্ধি
  - সাম্প্রতিক কিছু বিতর্কিত উদ্যোগ
    - বিএনপি'র সাথে নেতৃত্ব নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি
    - বিএনএফ'কে নিবন্ধন দেওয়ার উদ্যোগ
    - নির্বাচনী প্রচারণায় মন্ত্রী-সংসদ সদস্যদের বিশেষ সুবিধা দেওয়ার উদ্যোগ
    - নির্বাচন কমিশনের প্রার্থিতা বাতিল সংক্রান্ত ধারা (৯১-ই) বাতিলের সুপারিশ
    - আচরণ বিধি লঙ্ঘনের শাস্তি কমানোর সুপারিশ
    - দশম জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষণা নিয়ে বিতর্ক
  - সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারণে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ
  - সেনাবাহিনী মোতায়েন নিয়ে বিতর্ক
  - ইভিএম ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

নির্বাচন কমিশনের চ্যালেঞ্জ

- স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় প্রভাব
  - রাজনৈতিক দলের সংশ্লিষ্টতা আরও শক্তিশালী হওয়া
  - নির্বাচন আয়োজনে সরকারের ওপর নির্ভরশীলতা (নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত, প্রশাসনিক সহায়তা)

- আইনি সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তরণ
  - প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন
  - নির্বাচনের সময় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ
  - নির্বাচনী প্রচারণার আওতা ও শুরুর সময় নির্ধারণ
  - নির্বাচনী ব্যয় নিরীক্ষা করার পদ্ধতি প্রচলন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

নির্বাচন কমিশনের চ্যালেঞ্জ

- আইন প্রয়োগে দৃঢ়তা প্রদর্শন
  - নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘনে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ
  - নির্ধারিত সীমার বাইরে নির্বাচনী ব্যয় রোধ
- প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখা
  - নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা - জনবলের পেশাগত দক্ষতা ও আন্তরিকতা হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা
  - আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা
  - নির্বাচন কমিশনের নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা
- জনগণের আস্থা অর্জন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- নির্বাচন কমিশনের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি - স্বাধীনতা, সক্ষমতা, কার্যকরতা, নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা ও অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে
- অগ্রগতির পাশাপাশি বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন নির্বাচন কমিশন
  - অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ - সব রাজনৈতিক দলের আস্থা অর্জন (নিরপেক্ষতা প্রদর্শন), নির্বাচনী প্রস্তুতি, বিদ্যমান আইন প্রয়োগে দৃঢ়তার প্রমাণ, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখা
  - বাহ্যিক চ্যালেঞ্জ - নির্বাচনের সময় সরকার কাঠামো, নির্বাচনের সময় নির্ধারণ, আইনি সংস্কারে সরকারের ওপর নির্ভরশীলতা, প্রশাসনিক প্রভাব
- সাম্প্রতিক কয়েকটি নির্বাচনে আচরণ বিধি প্রয়োগে সক্রিয়তার অভাব, কমিশনের ক্ষমতা হ্রাসের উদ্যোগসহ কয়েকটি বিতর্কিত উদ্যোগে কমিশনের ওপর আস্থা হ্রাস
- নির্বাচন কমিশনের পক্ষে এককভাবে তার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়; বিভিন্ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের (সরকার, রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজ, উন্নয়ন সহযোগী) কার্যকর উদ্যোগ ও অংশগ্রহণ প্রয়োজন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সুপারিশ

ক. নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা

১. প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর আস্থা অর্জন করতে হবে

- নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা খর্ব হয় এমন কোনো বিতর্কিত উদ্যোগ না নেওয়া, বরং শক্তিশালী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করে ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ
- দলীয় প্রভাবমুক্ত হয়ে নির্বাচনী আইন ও বিধির প্রয়োগ নিশ্চিত করা
- নির্বাচন ও কমিশন সম্পর্কিত সংস্কার উদ্যোগে সকল রাজনৈতিক দলসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা
- আচরণ বিধি সংশোধনের মাধ্যমে দশম সংসদ নির্বাচনে সবার জন্য সমান ক্ষেত্র তৈরির চেষ্টা করা

২. দশম সংসদ নির্বাচন পরিচালনায় কমিশনের নিজস্ব জনবল ব্যবহার করতে হবে।

৩. ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন, ক্লোজ-সার্কিট ক্যামেরা ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের নির্বাচনকে আরও বেশি প্রযুক্তিনির্ভর করতে হবে

৪. নির্বাচন কমিশনের নিয়মিত কার্যক্রম পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে

সুপারিশ

ক. নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা

৫. নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে তথ্য প্রকাশ নিশ্চিত করতে হবে

- রাজনৈতিক দলের বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন
- পুনর্নির্ধারিত নির্বাচনী আসনের ভোটারসংখ্যাসহ তালিকা
- নির্বাচনী মামলা সংক্রান্ত তথ্য
- নির্বাচন কমিশনের আয়োজিত সংলাপের ফলাফল বা সারাংশ
- স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সার্বিক তথ্য
- নির্বাচন কমিশন বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর মনিটরিং ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন
- নির্বাচন কমিশনের বিস্তারিত বাজেট, বার্ষিক আর্থিক বিবরণীসহ সকল আর্থিক দলিল

খ. সরকারের ভূমিকা

৬. প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করতে হবে। আইনে প্রধান ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের যোগ্যতা, নিয়োগের প্রক্রিয়া, সংখ্যা, অপসারণের পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত বিধান থাকতে হবে

সুপারিশ

খ. সরকারের ভূমিকা (চলমান)

৭. নির্বাচনী আইনের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা দূর করতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে:

- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্বরাষ্ট্র, জনপ্রশাসন, স্থানীয় সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পদায়ন ও বদলির ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের অনুমোদন নেওয়া বাধ্যতামূলক করা
- নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরবর্তী তিনমাস পর্যন্ত নির্বাচনকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদেরকে (যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে) কমিশনের অধীনে রাখা
- নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা - প্রার্থিতা বাতিল, সংসদ সদস্যপদ বাতিল, ইভিএম ব্যবহারের সিদ্ধান্ত
- স্থানীয় কমিটির মনোনয়নকৃত প্রার্থীদের মধ্য থেকেই মনোনয়ন দান বাধ্যতামূলক করা
- সংশোধিত সংবিধানের আলোকে নির্বাচনী আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা

সুপারিশ

খ. সরকারের ভূমিকা (চলমান)

- প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন যাচাই-বাছাই অন্তর্ভুক্ত করা
- রাজনৈতিক দলের আর্থিক বিবরণী প্রকাশ সংক্রান্ত ধারা অন্তর্ভুক্ত করা
- আচরণ বিধি লঙ্ঘন সংক্রান্ত শাস্তির ক্ষেত্রে আইনে সব ধরনের অসামঞ্জস্যতা দূর করা
- ইলেকশন ট্রাইবুনালের অধীনে অভিযোগ দায়ের করার পরবর্তী ছয়মাসের মধ্যে আপিলসহ অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা
- রাজনৈতিক দল ও নির্বাচনে নারী, সংখ্যালঘু ও প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণ বাড়ানো
- কমপক্ষে আগামী দুইটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ‘না’ ভোটের পুনঃ প্রচলন করা

সুপারিশ

গ. রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

৮. দলীয় সংসদ সদস্যদের আর্থিক তথ্য প্রতি বছর প্রকাশ করতে হবে

৯. রাজনৈতিক দলের আর্থিক তথ্য প্রতি বছর প্রকাশ করতে হবে

১০. সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি চর্চা করতে হবে - দলের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চা, তৃণমূল থেকে সুপারিশকৃত প্রার্থীকে মনোনয়ন দান, গঠনমূলক সমালোচনাকে বিবেচনায় নেওয়া

১১. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনকে দলীয় প্রভাবের বাইরে রাখতে হবে

ঘ. নাগরিক সংগঠনের ভূমিকা

১২. প্রথাগত নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নির্বাচনী প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি কমিশনের কার্যক্রম, নির্বাচনী অর্থায়ন এবং ব্যয় আইনানুগ ও স্বচ্ছ হচ্ছে কি না তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে

ঙ. গণমাধ্যমের ভূমিকা

১৩. নির্বাচনে প্রার্থীদের ব্যক্তিগত ও আর্থিক তথ্য, নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন, নির্বাচনী ব্যয় ইত্যাদি সংক্রান্ত গভীর অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ধন্যবাদ